সাফল্যের ৫ বছর

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mopa.gov.bd

সাফল্যের ৫ বছর

5 Years of Success

২০০৯ — ২০১৩

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mopa.gov.bd

© ২০১৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নির্দেশনায় : আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব

সম্পাদনায় : মোঃ সোহরাব হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সহযোগিতায় : মোঃ মাহবুব হোসেন
উপসচিব

নাসরীন জাহান
উপসচিব

মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

ই মেইল : info@mopa.gov.bd

মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

গণকর্মচারীদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮ হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোম্পানী ও শিল্প কারখানায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বয়স ও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের গণকর্মচারীদের অবসরের বয়স বিবেচনা করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দীর্ঘ দিনের চাকরির অভিজ্ঞতা দেশের উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ. টি. ইমাম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন

রাজস্বখাতে পদ সৃজন, স্থায়ীকরণ এবং টি.ও.এণ্ড ই. সংশোধন

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখাতে মোট ৪,২৭,৪৭১টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প খাত হতে রাজস্ব খাতে মোট ৫,০৫৮টি পদ স্থানান্তর এবং ১,১৮,০০৭টি পদ স্থায়ীকরণ ও ৪৭৩টি পদের পদবী পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩,৯৫,৫০৬টি পদ সংরক্ষণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে এবং ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সর্বমোট ৫৪,৬৫২টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ১৬,৫৬৯টি যানবাহন টি.ও.এন্ড ই.-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগ

প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদ পূরণের জন্য ৭টি (২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৩ তম) বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে সর্বমোট ২১,১৭৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৩৪তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে ২,০৫২ জন নিয়োগের কার্যক্রম এবং ৩৫তম বি.সি.এস.পরীক্ষার প্রজ্ঞাপন জারীর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডারে অপূরণকৃত পদগুলো মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয় প্রাধিকার কোটায় ৩২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর মাধ্যমে ১,৬১৯টি পদ পূরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘদিন শূন্য থাকা পদগুলোতে ৩,৮৬,০৭২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২,৯০,১১৬ জন পুরুষ এবং ৯৫,৯৫৬ জন নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক।

কর্মকর্তাদের পদোন্নতি

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত ৮২ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকারের সচিব, ২৯৩ জন কর্মকর্তাকে সরকারের অতিরিক্ত সচিব, ১০৯৫ জন কর্মকর্তাকে সরকারের যুগ্মসচিব এবং ১০৭২ জন কর্মকর্তাকে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। নন-ক্যাডার সহকারি সচিব পদে ২০০ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারের জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ১ম গ্রেডে ৪৬ জন, দ্বিতীয় গ্রেডে ১৩৫ জন এবং তৃতীয় গ্রেডে ৪৯৩ জনকে পদোন্নতি/ নিয়োগ/ সিলেকশন/ উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমি ও বিয়ামে ৯,৩০৭ জন কর্মকর্তাকে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৭০৬ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ম্যানেজিং এট দি টপ প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে ২,৩৭০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বৈদেশিক মাস্টার্স ডিগ্রিতে ১৮৭ জন, ডিপ্লোমা কোর্সে ৪৬ জন এবং স্বল্প মেয়াদী কোর্সে ৪৫৮ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৬৮৯ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ৬টি বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মোট ১,৩৬৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী "জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা" প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ

চাকরিরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহত হলে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্বে এ ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে একজন সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে যৌথ বীমা তহবিল হতে তার পরিবারকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। পূর্বে এই টাকার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা চলছে।

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সরকারি গণকর্মচারীর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদানের পরিমাণ ৫,০০০/- টাকা হতে ২৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, গণকর্মচারীর কোন পোষ্য মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

মৃত কর্মচারীর পরিবারকে সহায়তা ও কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি অনুদান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরীরত অবস্থায় অথবা অবসরের পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে মাসিক ১,০০০/- টাকা হারে সর্বোচ্চ ১৫ বছর অথবা ৬৭ বছর (কর্মকর্তা-কর্মচারীর বয়স), যা আগে আসে সে ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হয় এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানদের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে মাস্টার্স/ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেলে পড়াশুনার জন্য অনধিক দুসন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে নির্ধারিত হারে অনুদান দেয়া হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সি. পি. টি. অনুবিভাগে ই-ফাইল ব্যবস্থা চালু করছেন

ক) সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি কজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে Korean International Cooperation Agency (K.O.I.C.A.) এর অর্থায়নে "I.C.T. Development in the Ministry of Public Administration" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ই-ফাইলিং/নোটিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে এবং ২০২৬ জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সি.পি.টি. অনুবিভাগে ই-ফাইল ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অনুবিভাগেও চালু করা হবে। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা-প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যন্ত ই-মেইল ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারের সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ক্যাডারের উপ-সচিব ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকরি ও ব্যাক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত ডাটাবেজ (পি.এম.আই.এস.) আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারণ করে সকল ক্যাডার অর্থাৎ ২৮টি ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাকে এই সিস্টেমের আওতায় আনার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল ক্যাডারের প্রায় ২৯,৫৫৮ জন (৬৮%) কর্মকর্তা অন-লাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। ফলে উক্ত ২৯,৫৫৮ জন কর্মকর্তার প্রাথমিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে "নেটওয়ার্কিং, অটোমেশন ও ডাটাবেজ উন্নয়ন" শীর্ষক একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন আছে, যার

মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যাদিকে অটোমেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি অফিস আদালতের সেবা আরো গণমুখী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দ্রুত করার জন্য বেশ কিছু সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মধ্যে 'সিটিজেন চার্টার' অন্যতম।

খ) স. ও ব্য. অনুবিভাগের প্রত্যেক শাখায় এক্সেল প্রোগ্রামের সুবিধা ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদ উন্নীতকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্সেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে স. ও ব্য. অনুবিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে তথ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে পি.এ.সি.সি.র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিগত ১১-০৭-২০১৩ তারিখে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা কর্তৃক নির্দিষ্ট ছকসমূহে ২০০৯ এবং ২০১০ সালের পদ সৃজন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স. ও ব্য. অনুবিভাগের যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হলে সেবা প্রত্যাশী সংস্থাসমূহ অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে পারবে এবং তা থেকে অতি সহজেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের জন্য স. ও ব্য. অনুবিভাগের ডিজিটাল তথ্য আর্কাইভ জেনারেট করা সম্ভব হবে।

সরকারি কর্মচারী আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, কর্মসম্পাদন ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ এ সরকার গ্রহণ করেছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সরকারি কর্মচারি আইন সম্পর্কিত পরামর্শসভা

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

৭৬টি পুরাতন বিভাগীয় মামলাসহ সর্বমোট ২৮০টি বিভাগীয় মামলা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২২৭টি এবং চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫৩টি। তন্মধ্যে ৪৮টি বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড, ৬৭টি বিভাগীয় মামলায় লঘুদণ্ড এবং ১১২টি বিভাগীয় মামলায় অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এ অনুবিভাগ হতে বি.সি.এস. ক্যাডার এবং নন-ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে (সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল, পদায়ন, পদোন্নতি, বিদেশ প্রশিক্ষণ, অবসর পস্তুতি ছুটি, উচ্চ

স. ও ব্য. অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এক্সেল প্রোগ্রাম ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ

শিক্ষা, চাকরি স্থায়ীকরণ, লিয়েন, পেনশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে) প্রায় ২৪,৯২৮ জন কর্মকর্তার শৃঙ্খলাজনিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন হতে সম্মিলিত তালিকা প্রণয়ন, তথ্য সংরক্ষণ এবং হালনাগাদ করাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে তা প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের লিখিত/সম্পাদিত বিভিন্ন ধরণের বই/সংকলন প্রকাশের জন্য ২৬ জনকে অনুমতি প্রদান করা হয়। ২৭৪ জন কর্মকর্তাকে জমি/ফ্ল্যাট/গাড়ী ইত্যাদি সম্পত্তি/সম্পদ ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়।

চাকরিতে কোটা সংরক্ষণ ও বয়সসীমা বৃদ্ধি

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাকেও মুক্তিযোদ্ধা কোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১ম ও ২য়

শ্রেণির সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা সংরক্ষণসহ তাদের চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছরের পরিবর্তে ৩২ বছর-এ উন্নীত করা হয়েছে।

জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদোন্নতি

নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১' জারি করা হয়েছে।

এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট ম্যানুয়েল প্রকাশ

চাকরিতে নিয়োগ-নীতি, পদ্ধতি ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, আইন, বিধি, পরিপত্র ইত্যাদি সংকলিত করে সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে দু'টি ভলিউমে এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট ম্যানুয়েল প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর অনুরূপভাবে হালনাগাদ সংকলিত করে ২০০৯ ও ২০১০ সালে দু'টি এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট ম্যানুয়েল প্রকাশ করা হয়েছে।

কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়ন

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর নির্ধারণ করা ছিল না। এক্ষেত্রে নিয়োগের স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য লিখিত পরীক্ষায় ৭০% ও মৌখিক পরীক্ষায় ৩০% নম্বর বন্টন করা হয়েছে। এ ছাড়াও কম্পিউটার ব্যবহারের সাথে সংগতিপূর্ণ করে কমন ক্যাটাগরির কয়েকটি পদের পদনাম ও নিয়োগ যোগ্যতা নির্ধারণ করে 'সাঁট-লিপিকার/স্টেনোগ্রাফার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/স্টেনোটাইপিস্ট, অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবী পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০ জারি করা হয়েছে।

প্রথাগত মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তে কর্মকীর্তিভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (Performance Based Evaluation System-P.B.E.S.):

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ, গণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মমূল্যায়নের জন্য বর্তমানে চালু বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন A.C.R.(Annual Confidential Report) বা এ.সি.আর.এর পরিবর্তে কর্মকীর্তিভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (Performance Based Evaluation System-P.B.E.S.) পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতির সাথে কর্মকর্তাদের পরিচিত করতে একটি গাইডলাইনসহ User Manual এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

Personnel Management Information System (P.M.I.S.) ঃ

সকল ক্যাডারের ৪৪,০০০ কর্মকর্তার জন্য P.M.I.S. ডাটাবেজ স্থাপনের লক্ষ্যে সার্ভার স্থাপনসহ সফট্ওয়্যার উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ পর্যন্ত P.M.I.S. ডাটাবেজ-এ ৩০,০০০ কর্মকর্তার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

সিভিল সার্ভিস পদক নীতিমালা ঃ

জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সৃজনশীল কার্যক্রম উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিস পদক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নীতিমালার খসড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটির নির্দেশনার আলোকে সিভিল সার্ভিস পদক সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান আছে।

উন্নয়ন সংক্রান্ত বিবরণ ঃ

১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;

২. চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের বাসভবন সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজ;

৩. মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত পুরাতন ট্রেজারী ভবনের ছাদ মেরামতসহ বিশেষ মেরামত কাজ;

৪. রাজবাড়ী জেলা সার্কিট হাউজের সম্মুখের ফাঁকা জায়গায় সীমানা প্রাচীর মেরামত ও পুনর্নির্মাণ কাজ;

৫. চাঁদপুর সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় তলা সম্প্রসারণ) কাজ;

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বোর্ড অব গভর্ণরস এর সভায় সভাপতিত্ব করছেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত।

৬. ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজের ভি.আই.পি. কক্ষে এ.সি. প্রতিস্থাপন ও ৩০ কে.ভি.এ. জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন; নওগাঁ, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, মুন্সীগঞ্জ, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, খুলনা সার্কিট হাউজের বিভিন্ন কক্ষে ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস স্থাপন; পটুয়াখালী কালেক্টরেট ভবন সংলগ্ন হেলিপ্যাড সংস্কার; কুমিল্লা ও পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বৈদ্যুতিক বিশেষ মেরামত কাজ; পিরোজপুর জেলায় সরকারি গেজেটেড (ম্যাজিস্ট্রেট) ডরমিটরী ভবন এবং "ডি" টাইপ বাসভবন এর সংস্কার কাজ।

বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষের কর্মকাণ্ড

বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ থেকে বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইন/অধ্যাদেশ/ বিধিমালা/নীতিমালাসমূহের বাংলাভাষায় প্রমিতকরণের প্রস্তাব পাওয়ার পর মোট ১৯টি আইন, ১৭টি অধ্যাদেশ, ১১টি বিধি ও অন্যান্য ৯টি (আদেশ/নির্দেশনা/ নীতিমালা/চুক্তি) বিষয় বাংলাভাষায় প্রমিতকরণ করা হয়।

পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষের কর্মকাণ্ড

১. জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বছরভিত্তিক (২০০৯-২০১২) পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন, পুস্তিকা মুদ্রণ ও বিতরণ;

২. সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও যুগোপযোগীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৩. ও. এন্ড এম. ম্যানুয়েল এর তৃতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিতরণ;

৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধঃস্তন অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন এর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত বিগত ৫ বছরের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যাবলী

বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের হিসাব রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ এবং সহকারি হিসাব রক্ষক পদের পরিবর্তিত পদনামের বিপরীতে বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

বর্তমান পদনাম	পরিবর্তিত পদনাম	বর্তমান বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯)	পুনর্নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯)
হিসাব রক্ষক	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬৪০০-১৪২৫৫/-	৮০০০-১৬৫৪০/- (১০ম গ্রেড)
কোষাধ্যক্ষ	কোষাধ্যক্ষ	৫৯০০-১৩১২৫/-	৬৪০০-১৪২৫৫/- (১১তম গ্রেড)
সহকারী হিসাব রক্ষক	হিসাব রক্ষক	৫৫০০-১২০৯৫	৫৯০০-১৩১২৫/- (১২তম গ্রেড)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬৫,৩৬৫টি পদের মান উন্নীতকরণ ও ৩,৫৬,৩৩৫টি পদের বেতনস্কেল উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

বেসামরিক ক্ষেত্রে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ডিপ্লোমাধারীদের ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণির পদ মর্যাদায় উন্নীতকরণসহ সহকারি শিক্ষক পদের বেতনস্কেল নিম্নরূপভাবে উন্নীতকরণ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতনস্কেল, গ্রেড ও শ্রেণি	সম্মতি প্রদত্ত বেতনস্কেল, গ্রেড ও শ্রেণি
১.	প্রধান শিক্ষক (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	৫৫০০-১২০৯৫/- গ্রেড-১৩, ৩য় শ্রেণি	৬৪০০-১৪২৫৫/- গ্রেড-১১, ২য় শ্রেণি
২.	প্রধান শিক্ষক (প্রশিক্ষণবিহীন)	৫২০০-১১২৩৫ গ্রেড-১৪, ৩য় শ্রেণি	৫৯০০-১৩১২৫/- গ্রেড-১২, ২য় শ্রেণি
৩.	সহকারী শিক্ষক (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)	৪৯০০-১০৪৫০/- গ্রেড-১৫, ৩য় শ্রেণি	৫২০০-১১২৩৫/- গ্রেড-১৪, ৩য় শ্রেণি
৪.	সহকারী শিক্ষক (প্রশিক্ষণবিহীন)	৪৭০০-৯৭৪০/- গ্রেড-১৬, ৩য় শ্রেণি	৪৯০০-১০৪৫০/- গ্রেড-১৫, ৩য় শ্রেণি

খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক ও সমমানের ১,৬৬৭টি পদ এবং সাইলো সুপারভাইজার পদের ৬৯টি পদ ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা এবং সহকারী রসায়নবিদ এর ০৭টি ২য় শ্রেণির পদকে ১ম শ্রেণীতে (নন-ক্যাডার) উন্নীত করা হয়েছে ।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রিন্টিং অফিসার পদটি ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরে কর্মরত কৃষি ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানের পদধারীদের ১০ম গ্রেডে ২য় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা হতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ৩৩ জন এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হতে সহকারী সচিব পদে ২০০ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

The Government Servant (Conduct) Rules, 1979 সংশোধন করা হয়েছে।

Public service (Marriage with Foreign National) (Amendment) Act, 2009 সংশোধন করা হয়েছে।

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২ সংশোধন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা বিধিমালা, ১৯৯৫ সংশোধন করা হয়েছে।

বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমীতে আইন ও প্রশাসন বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা।

০১। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ এর তফসিল সংশোধন করে বি.সি.এস. পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বি.সি.এস. এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ: ফুড ক্যাডারের পদ যথাক্রমে ১১২টি হতে ১৩৬টিতে এবং ২১৯টি হতে ২৩২টিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

০২। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ সংশোধন করে বি.সি.এস. স্বাস্থ্য, সড়ক ও জনপথ এবং পরিসংখ্যান বিভাগের তফসিলের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

গত ১৩ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে The Government Servant (Conduct) Rules, 1979 সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমনের ১৩ (তের) মাস পূর্বে কর্মস্থল থেকে বদলী না করা বিষয়ে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে:

(ক) জনস্বার্থে অত্যাবশ্যক না হলে এবং সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত বা অক্ষম না হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীকে আবেদনের ক্ষেত্র ব্যতীত অবসর উত্তর ছুটি আরম্ভের ১৩ মাসের কম সময় অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে অন্য দপ্তরে বা কর্মস্থলে বদলী করা যাবে না।

(খ) অবসর উত্তর ছুটি আরম্ভের ১৩ মাসের কম সময় অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে পেনশন প্রাপ্তির সুবিধার্থে কোন সরকারি কর্মচারীর বদলির আবেদন জনস্বার্থে বিঘ্নিত না হলে এবং প্রশাসনিক অসুবিধার সৃষ্টি না করলে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে হবে।

The Public Servants (Dismissal on Conviction) 1985-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে The Public Servants (Dismissal on Conviction) (Amendment) Act, 2009 নামে আইন পাস ও গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত Ordinance এর SCHEDULE এ বর্ণিত "Six month" শব্দগুলির পরিবর্তে "One Year" শব্দগুলি এবং "One thousand taka" এর পরিবর্তে "Ten thousand taka" প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি, বেসরকারি অফিস, বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং আর্থিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মের সময়সূচি জনস্বার্থে সরকার নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করেছে:

অফিস/প্রতিষ্ঠানের নাম কর্মের সময়সূচি:

১. সরকারি, বেসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা।

২. ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সকাল ১০.০০ হতে বিকাল ৬.০০ টা ।

৩. বেসরকারি অফিস/ প্রতিষ্ঠান-সকাল ১০.০০ হতে বিকাল ৬.০০ টা।

৪. ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

৪.১ (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কিন্ডার গার্টেনসহ): সকাল ৯.৩০ হতে বিকাল ৪.১৫ টা।

৪.২ ঢাকা মহানগরীর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, প্রাথমিকস্তর সংযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (School & College) ক্লাশ

শুরুর সময় হবে সকাল ৭.৩০ মিনিট হতে ৮.৩০ মিনিটের মধ্যে। একই এলাকায় অবস্থিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় এলাকার যানজট পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সকাল ৭.৩০মিনিট হতে ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্লাশ আরম্ভের পৃথক পৃথক সময়সূচি নির্ধারণ করতে পারবে। তবে কোনক্রমেই এক শিফটের জন্য পাঠদান সময় ০৬ ঘন্টার বেশী এবং ডবল শিফটের জন্য পাঠদান সময় ০৬ ঘন্টার কম হবে না।

কর্মরত ও অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করে ৫৯ (উনষাট) বছর করার লক্ষ্যে (অধ্যাদেশ নং-৭, ২০০৯) ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১/১২/২০০৯ তারিখে সম (বিধি-৪) বিবিধ-৩৫/২০০৫-৪৯৩ মোতাবেক দিক নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে অধ্যাদেশ নং-৭, ২০০৯, The Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2010 জারি করা হয়েছে।

The Public Servants (Retirement) Act, 1974 সংশোধনপূর্বক গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর হতে ২ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৫৯ বছর করে Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2012 জারি করা হয়েছে। Public Servants (Retirement) Act, 1974 সংশোধন করে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে ৫৯ (উনষাট) বছর থেকে ৬০ বছর করে Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2013 জারি করা হয়েছে।

গত ২০ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দপ্তরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার সর্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার নির্ধারণের জন্য ১টি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

গত ০৫ মে, ২০১০ তারিখে সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দপ্তরে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার বিশেষ কোটার অপূর্ণ পদসমূহ জাতীয় মেধা তালিকা হতে পূরণ সংক্রান্ত ১টি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে "সাঁট-লিপিকার/স্টেনোগ্রাফার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/স্টেনোটাইপিস্ট, অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবী পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০" জারি করেছে।

গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখের অফিস স্মারক সংশোধনপূর্বক সরাসরি নিয়োগের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৯/০৫/২০১১ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাকে সনাক্তকরণ পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে বি.সি.এস. ক্যাডার সার্ভিস এবং অন্যান্য ১ম ও ২য় শ্রেণির সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮ মে, ২০১২ তারিখে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছরের পরিবর্তে ৩২ বছর নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে জাতহরিজনদের জন্য ৮০% কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩ মে, ২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন দ্বারা "নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১" জারি করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-২ শাখার ২২/১২/০৯ তারিখের ৪৭৭ নং স্মারকের মাধ্যমে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা জারি করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০২/০৬/২০১০ তারিখে সামরিক/বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের মূল বেতনের ২০% প্রেষণ ভাতা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

সিটিজেন চার্টার এর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে ১টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৪টি ও জেলা পর্যায়ে ৩২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে যথাক্রমে ১৮০, ৪০০ ও ১,৬০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

নবনিয়োগ অধিশাখা হতে বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন বি.সি.এস. এর মাধ্যমে ৯,৫২৩ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বি.সি.এস.	নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	প্রজ্ঞাপনের তারিখ
১	২৮তম বি.সি.এস.	২১৩২ জন	২৫/১০/২০১০ খ্রিস্টাব্দ
২	২৯তম বি.সি.এস.	১৫৫৫ জন	১০/০৭/২০১১ খ্রিস্টাব্দ
৩	৩০তম বি.সি.এস.	২৩০৭ জন	১৭/০৫/২০১২ খ্রিস্টাব্দ
৪	৩১তম বি.সি.এস.	১৮৯৭ জন	২৭/১২/২০১২ খ্রিস্টাব্দ
৫	৩২তম বি.সি.এস. (বিশেষ)	১৬২৫ জন	০৮/১০/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
		৯৫২৩ জন	

জনগণের মাঝে নাগরিক সনদ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার ম্যানুয়েল, রোড-ম্যাপ ও লিফলেট মোট ২,৯৫,০০০ কপি ছাপানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিটিজেন চার্টার এর আওতায় ১৬টি পাইলটিং জেলায় implementation কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য জেলা পর্যায়ে ৩২টি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রায় ১,৬০০ জন কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন।

Public Service Act-প্রণয়ন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মতামত গ্রহণপূর্বক তা জাতীয় পর্যায়ে ২টি ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ে ২৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভাসমূহে যথাক্রমে ২০০ ও ১,৪০০ জন কর্মকর্তা মতবিনিময় করে সুপারিশ প্রদান করেছেন।

C.S.C.M.P. এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভারতে অনুষ্ঠিত সুশাসন ও প্রশাসনিক রিফর্মস বিষয়ক সেমিনারে সরকারি কর্মকর্তাদের ৩টি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছেন।

সরকারি মহিলা কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বি.সি.এস. উইমেন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর আওতায় ৫টি বিভাগীয় ও ৮টি আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে যথাক্রমে ৫৫০ ও ৪০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (G.I.U.) এর আওতায় Management Innovation এর উপর একটি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কোর্সে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন অধ্যাপক প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। অতিরিক্ত সচিব হতে উপসচিব পর্যায়ের মোট ৬০ জন কর্মকর্তা এই আন্তঃদেশীয় কোর্সে অংশ নিয়েছেন।

C.S.C.M.P. প্রকল্প এর উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় দেশব্যাপী ৭টি বিভাগে আন্তর্জাতিক জনসেবা দিবস পালন করা হয়।

এ প্রকল্পের আওতায় ২,০০০ জন কর্মকর্তা দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ৬ সপ্তাহ মেয়াদে ও ইন-কান্ট্রি ট্রেনিং কোর্স-এর আওতায় দেশে P.I.P. (Performance Improvement Project) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জন্য ২য় পর্যায়ে বিদেশে ৬ সপ্তাহ মেয়াদের Overseas Training কোর্সে অংশগ্রহণ এবং S.P.I.P. (Super Performance Improvement Project) গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের ৬ সপ্তাহ মেয়াদি ইন-কান্ট্রি ট্রেনিং কোর্সের মাধ্যমে ৪০টি ব্যাচে মোট ১,৬৩৮ জন কর্মকর্তা ৪ সপ্তাহের জন্য দেশে (বি.পি.এ.টি.সি.) ও ২ সপ্তাহের জন্য Regional Exposure Visits (R.E.V.) এ বিদেশে (সিভিল সার্ভিস কলেজ সিঙ্গাপুর, INTAN, মালয়েশিয়া এবং A.I.T., থাইল্যান্ড)-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২য় পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত ৩৮৭ জন কর্মকর্তা মোট ১৯টি গ্রুপে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে (Bradford University, Wolverhampton University and Manchester University) প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ই-মেইল ঠিকানা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	ই-মেইল ঠিকানা
১।	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী	সচিব	secretary@mopa.gov.bd
২।	দিলরুবা	অতিরিক্ত সচিব	addlsecy@mopa.gov.bd
৩।	মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	অতিরিক্ত সচিব (সঃগঃওআঃ)	addlserrl@mopa.gov.bd
৪।	মোঃ সোহরাব হোসাইন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	addlsecyadmin@mopa.gov.bd

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ই-মেইল ঠিকানা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	ই-মেইল ঠিকানা
৫।	আকতারী মমতাজ	অতিরিক্ত সচিব (সওব্য)	addlsecyom@mopa.gov.bd
৬।	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল	অতিরিক্ত সচিব (শৃংখলা ও আইন)	jsdislaw@mopa.gov.bd
৭।	মোঃ আব্দুল হাকিম	অতিরিক্ত সচিব (বিধি)	jsreg@mopa.gov.bd
৮।	সুবীর কিশোর চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব (সিপিটি)	jsept@mopa.gov.bd
৯।	কে. এফ. এম. পারভীন আখতার	যুগ্ম-সচিব (শৃংখলা-২ অধিঃ)	jsdicipline2bre@mopa.gov.bd
১০।	আ ন ম কুদরত-ই-খুদা	যুগ্ম-সচিব (আইনকোষ)	jslawbr@mopa.gov.bd
১১।	মোঃ জবেদ আলী	যুগ্ম-সচিব (আইন কোষ-১(২)	jslawcell2@mopa.gov.bd
১২।	মোঃ আয়াত উল্যা মজুমদার	যুগ্ম-সচিব/আইন কর্মকর্তা	
১৩।	আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম-সচিব (অঃ ও বৈঃ প্রঃ)	
১৪।	আবু সাঈদ চৌধুরী	যুগ্ম-সচিব (পিএসিসি)	jspaccbr@mopa.gov.bd
১৫।	মাহমুদা শারমীন বেনু	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা)	jsdevbr@mopa.gov.bd
১৬।	মোঃ জাফর ইকবাল	যুগ্ম-সচিব (উঃ ও বাঃ-১ অধিঃ)	jsdevimp@mopa.gov.bd
১৭।	ড. কাজী লিয়াকত আলী	যুগ্ম-সচিব (সিআর অধিঃ)	jscrbr@mopa.gov.bd
১৮।	.....	যুগ্ম-সচিব (প্রঃ-১)	jsadmin1br@mopa.gov.bd
১৯।	ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার	যুগ্ম-সচিব (বাজেট ব্যবঃঅধিঃ)	jsbudget@mopa.gov.bd
২০।	তপন চন্দ্র বণিক	যুগ্ম-সচিব (সঃওকঃ অধিশাখা)	jssecwelbr@mopa.gov.bd
২১।	মোঃ সামশুল কিবরিয়া চৌধুরী	যুগ্ম-সচিব (মুঃ ও পরিবহণ)	jsptbr@mopa.gov.bd
২২।	মোঃ মহিবুল হক	যুগ্ম-সচিব (এপিডি)	jsapd@mopa.gov.bd
২৩।	.....	যুগ্ম-সচিব (বৈঃ কঃ ও নব নিয়োগ)	jsfnappointtbr@mopa.gov.bd
২৪।	বিশ্বনাথ বণিক	যুগ্ম-সচিব (সওব্য-১ অধিঃ)	jsom1br@mopa.gov.bd
২৫।	উম্মুল হাছনা	যুগ্ম-সচিব (সওব্য-২ অধিঃ)	jsom2_br@mopa.gov.bd
২৬।	সামসুদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া	যুগ্ম-সচিব (বিধি-১ অধিঃ)	jsregulation1br@mopa.gov.bd
২৭।	আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-সচিব (বিধি-২ অধিঃ)	jsregulation2br@mopa.gov.bd

বাঃসঃমুঃ-৬২৭৫ কম(বি)/২০১৩-১৪-১০০০ বই, ২০১৪।